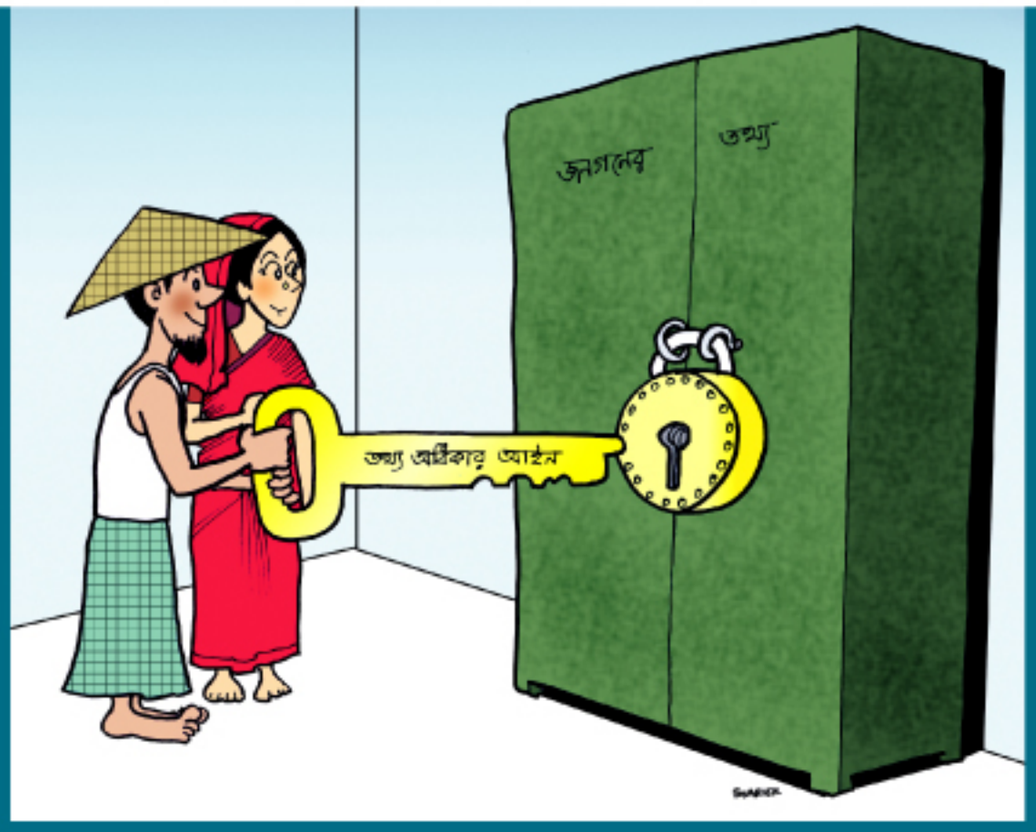

জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ, ৭(১)

জনগণের সকল তথ্য জানার অধিকার রয়েছে

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কোনো নাগরিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য।

সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিও এই আইনে কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

দেশের মালিক 'জনগণ'

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণ দেশের মালিক। দেশের সকল সম্পদেরও মালিক জনগণ। দেশ চলে জনগণের টাকায়। দেশের সকল কাজ পরিচালিত হয় জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য। এই কাজের সকল ব্যয় নির্বাহ হয় জনগণের টাকায়।

তাই সকল কাজ ও সকল ব্যয়ের জবাবদিহিতা জনগণের কাছে। কাজ ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে 'জনগণের ক্ষমতায়ন' ঘটবে; রাষ্ট্রে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে জনগণ তার অধিকারগুলো আদায় করে নিতে পারবে।

তাই জনগণের ক্ষমতায়ন কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস হয়েছে।

তথ্যের জন্য আবেদন

- আপনি কোন তথ্য চান তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র কাছে নির্ধারিত 'ক' ফরমে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।
- নির্ধারিত ফরম সহজলভ্য না হলে নির্ধারিত ফরমেটে সাদা কাগজেও তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারবেন।
- কর্তৃপক্ষের সকল ইউনিটে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানসংক্রান্ত কাজের জন্য একজন 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' থাকবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আপনার আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন, তথ্য প্রদান করবেন বা প্রদানে অপারগ হলে লিখিতভাবে অপারগতা প্রকাশ করবেন।

আপনি যেভাবে তথ্য পাবেন

- আবেদনের ২০ কার্য দিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করবেন।
- তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষ যুক্ত থাকলে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।
- প্রদত্ত তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীনে এই তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে' মর্মে প্রত্যয়ন করবেন এবং সেখানে তার নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সিল প্রদান করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে অপারগ হলে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে লিখিতভাবে জবাব দেবেন।
- তথ্যের জন্য নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মূল্য জানানোর ৫ কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত চালান কোডে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। (চালান কোড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭)

তথ্য অর্থ

কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় তৈরী যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তার প্রতিলিপি তথ্য হিসেবে গণ্য হবে। তবে আইনে কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপিকে তথ্য হিসেবে গণ্য করা হয়নি।

জনগণ ও দেশের স্বার্থেই দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা; সুষ্ঠু বিচার কার্য; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্ত কাজে বিঘ্ন; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিবেচনায় কতিপয় তথ্য প্রদানকে বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে, তার কোনো সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো তথ্য বা জবাব না পেলে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করুন

কার কাছে আপিল করবেন?

যে অফিসে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছে তার উর্ধ্বতন অফিসের প্রধানের কাছে। অথবা যাদের উর্ধ্বতন অফিস নেই তাদের ক্ষেত্রে ঐ অফিসের প্রধানের কাছে।

- আবেদন করে তথ্য পেতে ব্যর্থ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হবে।
- তথ্য অধিকার বিধিমালার তফশিলে নির্ধারিত 'গ' ফরম পূরণ করে আপিল আবেদন করতে হবে।
- আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপিলের সিদ্ধান্ত দেবেন।
- তিনি তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন অথবা গ্রহণযোগ্য না হলে আপিল আবেদন খারিজ করে দেবেন।

তথ্যের মূল্য

- প্রতি পাতা ফটোকপির জন্য ২ টাকা
- ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে
  - আপনি ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহ করলে বিনা মূল্যে অথবা
  - ডিস্ক, সিডি ইত্যাদির প্রকৃত মূল্য
- বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্য

আপিল করে তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করুন

আপিলে সিদ্ধান্ত না পেলে বা আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করুন। অভিযোগ দায়েরের জন্যও একটি নির্ধারিত ফরম রয়েছে। তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ সংস্থা হলো তথ্য কমিশন :

- তথ্য কমিশন আপনার অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করবে।
- তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। তবে প্রয়োজনে অভিযোগ নিষ্পন্ন করতে অনধিক ৭৫ দিন সময় নিতে পারবে।
- তথ্য কমিশন তথ্য সরবরাহের আদেশসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে এবং প্রয়োজনে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

যে সকল কারণে তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ করা যায়

- কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকলে
- তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করলে
- কোনো তথ্যের অযৌক্তিক মূল্য দাবি করলে, বা প্রদানে বাধা দিলে
- অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হলে

সাধারণভাবে আবেদন প্রক্রিয়া

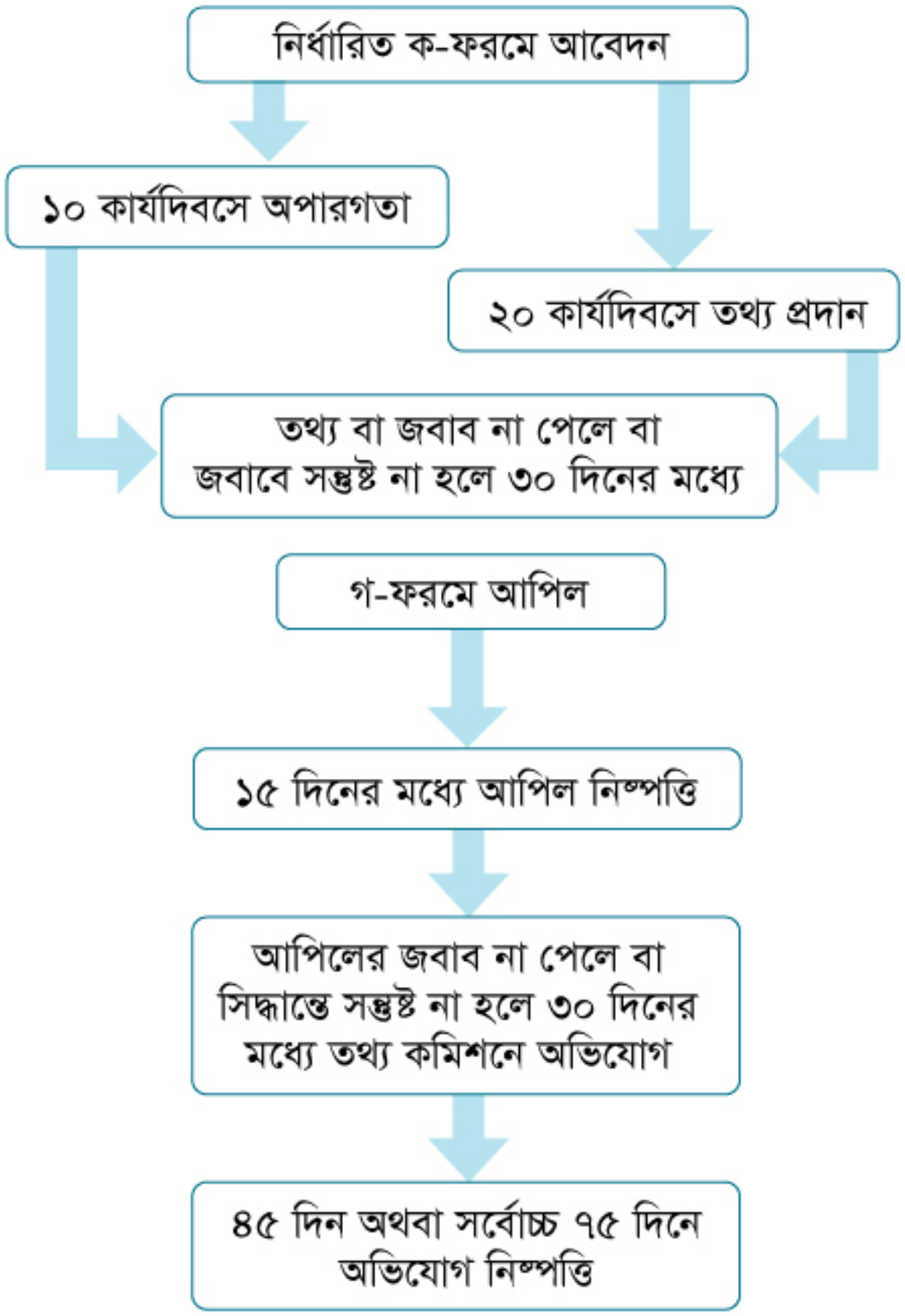

তথ্য অধিকার আইন আপনার জন্য। আসুন, তথ্য চেয়ে আবেদন করি; নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করি।

তথ্যের জন্য আবেদন, আপিল ও অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত যেকোনো সহায়তার জন্য যোগাযোগ : ০১৭২৭৫৪৯৬৮৬

(শনি থেকে বৃহস্পতি, সকাল ১০টা - বিকেল ৫টা)

তথ্য কমিশন

MRDI